সাজেকে ফের গোলাগুলি, সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ



ছবি: সংগৃহীত

রাঙামাটির সাজেকে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) ও ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) মধ্যে আবারও গোলাগুলি হয়েছে। রোববার (১ নভেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঝুরঝুরি ছড়ার লাঙ্গলমারা এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। দুর্গম এলাকা হওয়ায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগের দিন শনিবারও সাজেকের মাচলং এলাকার কলাবুনিয়া ও ভাঙামুড়া এলাকায় প্রায় দেড় ঘণ্টা গোলাগুলি হয়। পরপর দুই দিনের এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তবে গোলাগুলিতে নিজেদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করেছে দুই সংগঠনই।

ইউপিডিএফের মুখপাত্র অংগ্য মারমা বলেন, তাঁদের দলের কেউ এ ধরনের গোলাগুলিতে জড়িত নন। একইভাবে অভিযোগ অস্বীকার করে জেএসএসের কেন্দ্রীয় সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা বলেন, তাঁদের দলের কেউ এতে জড়িত ছিলেন না।

সাজেক ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য পরিচয় চাকমা বলেন, ঝুরঝুরি ছড়া ও পাশের লাঙ্গলমারা সীমানা এলাকায় দুই সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। এতে এলাকার সাধারণ মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

সাজেক থানার ওসি তোফাজ্জল হোসেন জানান, লাঙ্গলমারা এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা গোলাগুলি হয়েছে। পরে তা থেমে যায়।

এদিকে পাঁচ দফা দাবিতে সাজেক পর্যটন সড়কে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ চালিয়ে আসছে সাজেক গণঅধিকার রক্ষা কমিটি ও সাজেক কারবারি অ্যাসোসিয়েশন। রোববার কর্মসূচির ১১তম দিনে সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ শিথিল করেছিল সংগঠন দুটি। তবে একই দিন পার্বত্য চট্টগ্রাম রক্ষা কমিটির ব্যানারে খাগড়াছড়ির আরেকটি সংগঠন পাল্টা অবরোধ ডাকায় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি।

এ সময় কয়েকটি মোটরসাইকেল ও অটোরিকশা চলাচল করলেও অন্যান্য যানবাহন প্রায় বন্ধ ছিল। ওসি তোফাজ্জল হোসেনও জানান, অবরোধের কারণে সাজেক সড়কে কিছু হালকা যান চললেও ভারী যানবাহন চলাচল করেনি।

সাজেক গণঅধিকার রক্ষা কমিটি ও কারবারি অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বাবুধন চাকমা ও নতুনজয় চাকমা জানিয়েছেন, সোমবার থেকে সাজেক পর্যটন সড়কে আবারও অনির্দিষ্টকালের অবরোধ চলবে।